কৃষি সুপারিশ

২৩-২৬ শে মার্চ ২০২৩ (৮-১১ ই চৈত্র ১৪২৯)

বোরো ধান :থোড় মুখে দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।জলদি জাতে থোড় এসে গেলে বা শিষ মুখ অবস্তায় থাকলে জমিতে নামা বা সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। রোয়ার ১৫ ও ৩০ দিন পর ভালভাবে আগাছা পরিস্কার করা প্রয়োজন। রোয়ার ২৫ দিন পর চিলেটেড জিঙ্ক ১০ লিটার জলে ১০ গ্রাম হারে গুলে স্প্রে করতে হবে। জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯০ ভাগ, রাতের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সে বা তারও কম থাকে তাহলে ঝলসা রোগের আক্রমণ দেখা দেয় ও এই রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ধানের পাতায় ছোট ছোট বাদামী বর্ণের মাকুর মত দাগ দেখা যায় ও দ্রুত ঐ দাগগুলি মিশে বড় দাগে পরিণত হয়। পরে পুরো পাতাটাই শুকিয়ে যায়। ফুল আসার পরে শীষের নিচের গাঁটে এই রোগের আক্রমণ হলে ঐ জায়গাটি কালো হয়ে পচে যায় ও আক্রান্ত জায়গায় শীষটি ভেঙ্গে যায়, ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইসাক্লাজোল ০.৫ গ্রাম অথবা আইসোপ্রোথিওলেন ১ মিলি অথবা কাসুগামাইসিন ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল : সারিতে বীজ বুনলে বীজ বোনার ১৫-১৬ দিন পর প্রতি সারিতে ১০ সেমি বা রমার জন্য ৮ সেমি অন্তর চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।প্রতি বর্গমিটারে তিলোত্তমার জন্য ৩৫-৪০ টি এবং রমা জাতের জন্য ৪০-৫০ টি গাছ রাখা প্রয়োজন।

তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে। দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়ার পরে হঠাৎ বৃষ্টি হলে তিলের গোড়া পচা রোগ দেখা দিতে পারে। প্রয়োজনে তামাঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমূখী : কুঁড়ি আসা অবস্থায় ও ফুল ফোটা অবস্থায় সেচ খুব গুরুত্বপূর্ণ। অণুখাদ্য হিসেবে বীজ বোনার ৪ ও ৮ সপ্তাহ পরে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক , ২ গ্রাম বোরাক্স এবং ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন মতো সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়া মাটি দিয়ে বেঁধে না দিলে কালবৈশাখীর ঝড়ে গাছ শুয়ে পড়ে ফলনের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। এই সময় সূর্যমূখীর বীজ খেকো লেদা পোকা এবং শুঁয়ো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

এই ফসলে গোড়া পচা রোগ হয়। এই রোগে গাছের গোড়া পচে গিয়ে গাছ ঢলে পরে। রোগের লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হারে ব্লাইটক্স গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

গমতৃতীয় সেচ ফুল আসার সময় ও চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় দিতে হবে। গমের ভূষা রোগ যা একটি বীজ বাহিত রোগ ক্ষেতে দেখা গেলে ভিজে কাপড়ে ঢেকে শীষ গুলি কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ঐ ক্ষেতের উৎপাদিত দানা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

চীনবাদাম- একর প্রতি ৮০-১০০ কে.জি. জিপসাম গাছের পেগিং এর সময় সারির মাঝে প্রয়োগ করতে হবে।ফুল ফোটার আগে বৃষ্টি হয়ে মাটি বসে গেলে কোদাল বা নিড়ানির সাহায্যে মাটি আলগা করে দিতে হবে।জমির অবস্থা বুঝে প্রয়োজন মতো জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চিনা বাদাম এই সময়ে শুঁয়ে পোকা, উই পোকা, কাটুই পোকা, লাল মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। লাল মাকড়ের জন্য ডাইকোফল, প্রপারজাইট, মিলবিমেকটিন ইত্যাদি জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। উই পোকা, কাটুই পোকার জন্য ক্লোরপাইরিফস্ জলে গুলে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। শুঁয়ো পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস্ ,কুইনালফস বা ফেনভেলারেট আক্রান্ত ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।

মুগ ও কলাই- বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মধ্যে চিলেটেড জিঙ্ক ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে, ৪ সপ্তাহের মধ্যে ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট এবং ৫ সপ্তাহের মধ্যে ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রতি বারে ৪০ লিটার অণুখাদ্য মেশানো জল প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত গাছে ফুল আসার পূর্বে একবার সেচ দিলে ভালো হয়। পাতায় পাউডার রোগ দেখা গেলে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ০.৫ গ্রাম ট্রাইডেমর্ফ প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

লেদা পোকার আক্রমন হলে মুগের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।আক্রান্ত ক্ষেতে ট্রায়াজোফস্ ১ মিলি বা মিথোমিল ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

আখ: রোঁ পোকা যেমন, লাল ডোরা ধূসা, ছিপটি ভূসা, ঢলে পড়া রোগ এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন।

পাট- পাট চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। উন্নত জাতের শংসিত বীজ সংগ্রহ করুন। মিঠা পাটের উন্নত জাত হল-চৈতালী তোষা (জে.আর.ও.-৮৭৮), নবিন (জে.আর.ও.-৫২৪), বৈশাখী তোষা (জে.আর.ও.-৬৩২), সুবর্ণ জয়ন্তী তোষা (জে.আর.ও.-৬৬), সুবলা (এস-১৯) শক্তি জে.আর.ও.-৮৪৩২) সুরেন ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাত হল- সোনালি (জে.আর.সি-৩২১), সবুজ সোনা (জে.আর.সি-২১২), শ্যামলী (জে.আর.সি-৭৪৪৭), শ্রাবন্তী (জে.আর.সি-৬৯৮) ইত্যাদি।

মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২.৫ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। চক্রবিদ বা হাত নিড়ানির সাহায্যে আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কামিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমব